যুগান্তর

তারিখ 08 NOV 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

ঢাবি ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ

যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় মাস্টার্স ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ : ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগে মাস্টার্স ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগের ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে তিনি উল্লেখ করেন, তিনবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় শর্ত শিথিল করে বিভাগটিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিভাগের সুপারিশক্রমে এবং বিভাগের স্বার্থে এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সোমবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিসসংলগ্ন লাউঞ্জে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মাস্টার্স পাস না করেই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এমন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ বিভাগটির বেশ কয়েকজন শিক্ষক। তবে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নুরুল আমিনকে সংবাদ সম্মেলনে দেখা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে ভিসি বলেন, বিভাগের সিএনডি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শূন্যপদের বিপরীতে ওই বিভাগে ৯ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বুয়েট থেকে অত্যন্ত ভালো ফলাফল নিয়ে স্নাতক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া তিনজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্নাতোকোত্তর শেষ করার পর যাদের চাকরি স্থায়ী করা হবে বলে নিয়োগের শর্তে উল্লেখ আছে।

তিনি বলেন, কেমিকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এমন একটি বিভাগ যেখানে প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ার দরকার। তাই বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে শূন্যপদের বিপরীতে তিনবার চাকরির বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনের বিপরীতে যে প্রার্থীরা আবেদন করেন তারা ততটা যোগ্য ছিলেন না। এরপর চতুর্থ দফায় বিজ্ঞাপনের পর ২৩ প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে নিয়োগ বোর্ড। এর মধ্যে ৫ জন ছিলেন বুয়েটের। ভাইভা, ফলাফল সবদিক বিবেচনা করে নিয়োগ বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে নয়জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে। বিভাগের চেয়ারম্যান, অনুষদ ডিন, প্রোভিসি (শিক্ষা) ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা ওই বোর্ডের সদস্য ছিলেন। নিয়োগের সময় কিন্তু কেউ কোনো 'নোট অব ডিসেন্ট' দেয়নি। কিন্তু এখন গণমাধ্যমে তাদের বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য দেখা যাচ্ছে।

ভিসি বলেন, ওই বিভাগের নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মিথ্যাচার এখন করা হচ্ছে। বিভাগের চেয়ারম্যানের বিভিন্ন বক্তব্য আমরা গণমাধ্যমে দেখছি। যেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিভাগগুলো এখন কাদের হাতে পরিচালিত হচ্ছে সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে সংকুচিত করতে চায় তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে একটি মহল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে সুচারুভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যেন সংকুচিত হয়, শিক্ষা কার্যক্রম যেন থমকে দাঁড়ায় সেজন্য নিজস্ব দলীয় স্বার্থে তারা চান না বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতায় মেধাবীরা এগিয়ে আসুক।